দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... NOV. 09 2006 ... পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৭ ...

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় ঃ

কম্পিউটার শিক্ষা

সময় বদলেছে। ষোল কিংবা সতের দশকের কবি সাহিত্যিকদের নানা চিন্তা তাদের কল্পনা যেন বাস্তবে রূপ পেয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। বিজ্ঞানীদের চেষ্টা ও প্রযুক্তি অভূতপূর্ব অগ্রগতিতে পৃথিবী যেন আজ হাতের মুঠোয়। এখন মানুষ ঘরে বসেই কম্পিউটার ব্যবহার করে যেমন জেনে নিতে পারছেন বিশ্বের খবরাখবর তেমনি দৈনন্দিন জীবনে সব কাজকর্ম যেন ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে ফেলেছে প্রযুক্তিতে। বাংলাদেশ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি। অন্যান্য দেশগুলোর মত এ দেশেও কম্পিউটার শিক্ষা বেশ কয়েক বছর থেকে প্রচলিত হয়ে আসলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একজন শিক্ষার্থীকে কতটুকু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছেন অথবা একজন শিক্ষার্থী কতটুকু সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারছেন সে প্রশ্ন অনেকেরই। আর এসব কিছু নিয়েই এই প্রতিবেদন।

সর্বপ্রথম মানব সভ্যতা হিসেবে পরিচিত সুমেরিয় সভ্যতায় রাজকীয় সম্পদ ও রাজস্বের হিসাব লিপিবদ্ধ করার জন্য কাদামাটির ফলক ব্যবহার করা হত। পরবর্তীতে হিসাবরক্ষণের কাজে কিংবা লেনদেনের জন্য নুড়ি, ঝিনুক, হাতের অঙ্গুলি, দড়ির গিট ইত্যাদির ব্যবহার শুরু হয়। তখন ছোটখাট কোন হিসাবেই লেগে যেত অনেক সময়। ফলে হিসাবের কাজ দ্রুত করার জন্য মানুষ উদ্ভাবন করতে থাকে নানারকম যন্ত্র। একের পর এক হিসাব যন্ত্রের আধুনিক রূপায়ণ আজকের কম্পিউটার। শুধু হিসাব-নিকাষের কাজেই নয়, কম্পিউটার আজ অনেক কঠিন কাজকে করে দিয়েছে সহজতর। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, মিল-কারখানাসহ সবখানেই আজ কম্পিউটারের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আর সেজন্যই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কম্পিউটার শিক্ষার উপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে। বাংলাদেশও সেদিক থেকে পিছিয়ে নেই। কম্পিউটার শিক্ষায় বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করতে বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সংযুক্ত করেছে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে ৯ম এবং ১০ম শ্রেণীতে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে সংযুক্ত হয়েছে বিষয়টি। যে কোন বিভাগের শিক্ষার্থীই ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিতে পারে কম্পিউটার শিক্ষাকে। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে কম্পিউটার শিক্ষার শিক্ষার্থীরা সঠিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। দেখা যায়, অনেক স্কুল বা কলেজে পর্যাপ্ত কম্পিউটার না থাকায় শিক্ষার্থীরা পায় না পরিপূর্ণ হাতে-কলমে শিক্ষা। আবার মানসম্পন্ন শিক্ষক নেই অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ফলে পাঠ্য বইয়ের অনেক বিষয় বুঝতে অসুবিধা হয় শিক্ষার্থীদের। এছাড়াও সিলেবাসে পঠিত বিষয় নিয়েও রয়েছে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অভিযোগ।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে যা পড়ানো হয় ঃ

মূলতঃ কম্পিউটার বিষয়ে সাধারণ ধারণা দেয়া হয় ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে। কম্পিউটার কি, প্রকারভেদ, ইতিহাস, ওয়ার্ড এক্সেল, স্প্রেডশীড ইত্যাদি নানা বিষয়ে থিওরী ও প্র্যাকটিক্যাল করানো হয় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের। আর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটারের পরিচিতি, অপারেটিং সিস্টেম, কম্পিউটার আর্কিটেকচার, ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও প্রোগ্রামিং, ডেটা কমিউনিকেশন ও কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, মাল্টিমিডিয়াসহ বেশ কয়েকটি বিষয় শেখানো হয়।

বিভিন্নজনের মতামত ঃ

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষক সাজ্জাদ সাহেব বলেন, আমাদের স্কুলে প্রায় ৬০টা কম্পিউটার আছে। ৯ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা প্রাকটিক্যালের সময় ৩/৪ জন মিলে একটা কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ এ স্কুলে পায়। আর ১০ম শ্রেণীতে প্রতিজনকেই একটা করে কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়। তবে আমার মনে হয় বোর্ডের কম্পিউটার বিষয়ক যে বই শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ছে সেটা ততটা মানসম্পন্ন নয়। এ বইয়ের সংশোধন কিংবা নতুন সংস্কার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন কিছু শেখাতে হলে বইয়ের মানটা বাড়ানো উচিত। আর কৃষি শিক্ষার মত কম্পিউটার শিক্ষাটাও সহজবোধ্য করে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। দেখা যায়, অনেকাংশে কৃষি শিক্ষার শিক্ষার্থীদের তুলনায় কম্পিউটার শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নম্বর কম পায়। ফলে কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমে যেতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের যা শেখা সম্ভব তাই পাঠ্যবইয়ে থাকা উচিত।

বাসাবো কদমতলা স্কুল এন্ড কলেজের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র রাব্বি জানায়, আমরা ৯ম শ্রেণীতে থাকাকালীন সময়ে প্রাকটিক্যাল ক্লাস নিয়মিতই করেছি। ১০ম শ্রেণীতেও করছি। কিন্তু আমার মনে হয়, ক্লাসের জন্য বরাদ্দ সময় যথেষ্ট নয়। কারণ আমরা ৬/৭ জন মিলে একটা কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ পাই। অনেক সময় দেখা যায়, নিজে কম্পিউটার ধরার আগেই ঘণ্টা বেজে যায়। তবে ল্যাবে যদি কম্পিউটারের সংখ্যা বাড়ানো যায়-তাহলে আমাদের এ সমস্যা হয়তো কিছুটা সমাধান হবে।

ঢাকা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আসিফ জানায়, আমি কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টি নিয়েছিলাম বেশী নম্বর পাব বলে। কিন্তু এখন দেখছি কম্পিউটার শিক্ষায় আমার তেমন নম্বর আসবে না। কারণ প্রথমত আমাদের কলেজে পর্যাপ্ত কম্পিউটার না থাকায় প্রাকটিক্যাল ক্লাস আমরা ঠিকমত করতে পারিনি। দ্বিতীয়তঃ আমাদের পাঠ্য কম্পিউটার শিক্ষা বইয়ে কিছু কিছু বিষয় আছে যা অনেকেরই বুঝতে বেশ কষ্ট হবে। আমরা যদি সঠিকভাবে কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ পেতাম তাহলে হয়তোবা কিছু শেখা সম্ভব ছিল। যেহেতু বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গনেই কম্পিউটারের অপর্যাপ্ততা রয়েছে, তাই বইয়ে ততটুকুই থাকলে ভাল হত যতটুকু আমরা শিখতে পারবো।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে কথা হয় এক শিক্ষার্থীর মার সঙ্গে। তিনি বলেন, আমার মেয়ে এ স্কুলে ৯ম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ছে। কম্পিউটার শিক্ষায় ভাল নম্বর আসবে এবং 'এ প্লাস' পেতে সুবিধা হবে, সেজন্য মেয়েকে ঐচ্ছিক বিষয় কম্পিউটার শিক্ষা দিয়েছি। অবশ্য মেয়েরও এতে মত ছিল। এ স্কুলে কম্পিউটার থিওরি ক্লাস ও প্রাকটিক্যাল ক্লাস নিয়মিতই হয়। এরপরও বাড়িতে যেন ভালভাবে কম্পিউটার প্র্যাকটিস করতে পারে সেজন্য কম্পিউটার কিনে দিয়েছি। আমার মনে হয় ভালভাবে পড়ালেখা করলে এ বিষয়ে ভাল নম্বর পাওয়া সম্ভব।

❑ মুজাহিদুল ইসলাম
❑ সাদিক করিম